ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৮ বর্ষ ৮ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১৫ কার্তিক ১৪৩১, ৩১ অক্টোবর ২০২৪

ঢাবি'র উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এঁর যোগদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিকেল ১১ (২) ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানকে গত ২৭ আগস্ট ২০২৪ উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

নিয়োগ লাভের পর অপরাহ্নে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন।

এসময় বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

যোগদানের পর এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০তম উপাচার্য হিসেবে যোগদান করার প্রাক্কালে আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। হাজারো ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে নতুন বাংলাদেশের শুভ সূচনা হলো তার ধারাবাহিকতায় বৈষম্যবিরোধী আদর্শ ও মূল্যবোধ মাথায় রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালনা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি এবং এ লক্ষ্যে আপনাদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রার্থনা করি।'

উপাচার্য আরও বলেন, 'আমি জানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন নতুন উপাচার্য দায়িত্বভার গ্রহণ করলে আপনারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এবং ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে আমার দায়িত্বভার গ্রহণের প্রেক্ষাপটটি একটু ভিন্ন। শহিদদের রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি। অনেক ছাত্র-জনতা আহত অবস্থায় আহাজারি করছে। অন্যদিকে, দেশের (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্যের শুভেচ্ছা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরুর প্রাক্কালে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হয়।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এক শুভেচ্ছা বাণীতে উপাচার্য বলেন– "আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি আনন্দের দিন। ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের শ্রেণিকার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। তোমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করেছ, তাদের জন্যও নিশ্চয় দিনটি আনন্দের। আমি বিশ্বাস করি, তোমরা বাংলাদেশের সেরা মেধাবীদের অংশ। তোমাদেরকে পেয়ে আমরাও গর্বিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নতুন সকল শিক্ষার্থীকে আমি স্বাগত জানাই।

শতাব্দীর অধিককাল ধরে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরিবর্তন ও অগ্রযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এই (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীদের তালিকায় ঢাবি'র ১০জন শিক্ষক

ড. নেপাল চন্দ্র রায় | ড. মো. রাকিবুল হক | ড. মো. কাউসার আহাম্মদ | ড. তাছলিম উর রশিদ | ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ

ড. এম রেজাউল ইসলাম | ড. মুহাম্মদ ফেরদৌস | ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান | ড. মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন | ড. শেখ মো. মাহামুদুল ইসলাম

অসাধারণ গবেষণা কর্মের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষক বিশ্বের শীর্ষ ২ শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও নেদারল্যান্ডসভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'এলসেভিয়ার' বিজ্ঞানীদের এই তালিকা প্রকাশ করে। প্রকাশনা, এইচ-ইনডেক্স, সাইটেশন এবং অন্যান্য সূচকের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এই মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ হলেন- গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. নেপাল চন্দ্র রায়, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রাকিবুল হক, সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কাউসার আহাম্মদ, ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক ড. এম রেজাউল ইসলাম, ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফেরদৌস, (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) হলেন অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিকেল ১৩ (১) ধারা অনুযায়ী তাঁকে গত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এই নিয়োগ প্রদান করা হয়।

নিয়োগ লাভের পর ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) হিসেবে যোগদান করেন।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হতাহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বন্যার্তদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের লক্ষ্যে নবনিযুক্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)-কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন না করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) হলেন অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিকেল ১৩ (১) ধারা অনুযায়ী তাঁকে গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এই নিয়োগ প্রদান করা হয়।

নিয়োগ লাভের পর ১২ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) হিসেবে যোগদান করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

কোষাধ্যক্ষ হলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিকেল ১৪ (১) ধারা অনুযায়ী গত ২৭ আগস্ট ২০২৪ মঙ্গলবার তাঁকে এই নিয়োগ প্রদান করা হয়। গত ২৯ আগস্ট সকালে তিনি কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন।

সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ-কে ঢাবি'র প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২৮ আগস্ট ২০২৪ বুধবার তাঁকে এই পদে নিয়োগ প্রদান করেন। সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ ঐদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর হিসেবে যোগদান করেন।

'পলিথিন ও এসইউপি বর্জন এবং বৃক্ষরোপণ ও প্রকৃতি চিত্রাঙ্কন' কর্মসূচি পালিত

'সম্প্রীতির ভাবনায় বৈষম্যহীন আবহে টেকসই পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা' স্লোগানকে সামনে রেখে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ে "পলিথিন ও এসইউপি বর্জন এবং বৃক্ষরোপণ ও প্রকৃতি চিত্রাঙ্কন" কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন মলচত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এরপর উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পৃথক পৃথকভাবে একটি করে গাছের চারা রোপণ করেন।

পরে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঢাবি'র ক্লাস শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ১ম বর্ষের ক্লাস ব্যতীত অন্য সকল বর্ষের ক্লাস গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে শুরু হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ১ম বর্ষের ক্লাস গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সোমবার থেকে শুরু করা হয়। ক্লাস শুরুর প্রাক্কালে গত ২২ সেপ্টেম্বর সকালে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন চত্বরে ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা কর্মসূচি পালন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং বিভিন্ন অনুষদের ডিন এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এসময় শান্তির প্রতীক হিসেবে পায়রা উড়ানো হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও কার্যকরভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সহযোগিতা কামনা করেন। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি'র নতুন রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা-২) মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২৯ আগস্ট ২০২৪ এই নিয়োগ প্রদান করেন। মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ সেদিনই অপরাহ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ১৫ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সকাল সাড়ে ৭ টায় শোক র‍্যালিসহ জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে জগন্নাথ হলের অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল, সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা ও অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র শুক্লাদাস, জগন্নাথ হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিবাস চন্দ্র মাঝি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ঢাবি'র বৈঠক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বিশ্বব্যাংকের এক সভা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ, ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তানজীম উদ্দিন খান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র এডুকেশন স্পেশালিস্ট টি. এম. আসাদুজ্জামান, সিনিয়র এডুকেশন এ্যাডভাইজার ড. মো. মাহমুদ উল হক এবং প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ড. আসাদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

সভায়, বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, একটি ছাত্রী হল নির্মাণ, অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের উন্নয়ন, মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকায়ন এবং যৌথ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ঢাবি'র উপাচার্য হিসেবে

(১ম পৃষ্ঠার পর) ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিদারুণ দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছে। তাঁদের সকলের প্রতি সহানুভূতিশীলতার অংশ হিসেবে এই মুহূর্তে ফুলসহ যে কোনো আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন থেকে বিরত থাকার জন্য আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের শুভেচ্ছা ও দোয়া-ই কাম্য।

এ ব্যাপারে আপনাদের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস

(১ম পৃষ্ঠার পর) তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান নিহতদের বিনম্র চিত্তে স্মরণ করে বলেন, '১৫ অক্টোবর'-এর মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। বর্তমান প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে একতাবদ্ধতা। জগন্নাথ হল দুর্ঘটনার পরে ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সারা দেশের মানুষ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিলো। সেসময় মানুষ এক পরিবারে পরিণত হয়েছিলো। বর্তমানে দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতেও তিনি সকল মানুষকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সকল হল, হোস্টেল ও প্রধান প্রধান ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। এছাড়া, নিহতদের তৈলচিত্র ও তৎসম্পর্কিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ আছর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ'সহ সকল হল মসজিদে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে জগন্নাথ হলে সংঘটিত মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়। ঐ দুর্ঘটনায় ২৬জন ছাত্র, ১৪জন অতিথি ও কর্মচারীসহ মোট ৪০জন নিহত হন এবং অসংখ্য শিক্ষার্থী ও অতিথি আহত হন।

জনসংযোগ দফতরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক রফিকুল ইসলাম পান্না

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দফতরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন একই দফতরের উপ পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম পান্না। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৪ অক্টোবর ২০২৪ তাকে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম পান্না ছাত্রজীবনে ঢাবি রিপোর্টার এবং পরে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে দৈনিক দিনকাল পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাবি সাংবাদিক সমিতি, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রাক্তন সদস্য।

ঢাবি'র ভারপ্রাপ্ত কলেজ পরিদর্শক এ কে এম আমজাদ হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার অফিসের ডেপুটি রেজিস্ট্রার এ কে এম আমজাদ হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কলেজ পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৩ অক্টোবর ২০২৪ তাকে ভারপ্রাপ্ত কলেজ পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্যের শুভেচ্ছা

(১ম পৃষ্ঠার পর) বিশ্ববিদ্যালয়ের। সাম্প্রতিক জুলাই বিপ্লব ইতিহাসের এক নতুন সন্ধিক্ষণে নিয়ে এসেছে আমাদের। এই নব অভিযাত্রার অগ্রসৈনিক তোমরা।

এখন তোমাদের জীবনেরও সন্ধিক্ষণ। আমি আশা করি, পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেকে তৈরি করার সমস্ত সুযোগ তোমরা গ্রহণ করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার, উন্মুক্ত প্রান্তর জীবনের বোধ ও উপলব্ধিকে পূর্ণ করে। এখানে ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশের বহুমাত্রিক সুযোগ ঘটে। তোমাদের সামনে চলার পথে আমার দোয়া ও শুভকামনা রইল। শিক্ষার পরিবেশ আমরা যত নিবিড় করতে পারব, শিক্ষার চাহিদা আমরা যত পূরণ করতে পারব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ক্ষেত্রে তত প্রশংসিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নেওয়ার পথে আমরা সবাই একসাথে কাজ করতে চাই।

ছাত্র-জনতার সম্মিলিত অংশগ্রহণে সংঘটিত জুলাই বিপ্লব-উত্তর বৈষম্যহীন বাংলাদেশে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে তোমাদের আবারও আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। এ' বিপ্লবে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, আহত হয়েছেন এবং অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিবাদন।"

গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে

(১ম পৃষ্ঠার পর) তিনি বলেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা এক ধরনের মানসিক ট্রমার মধ্যে রয়েছে। এই ট্রমা নিরসন এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ঘাটতি পুষিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এরপর, সকাল সাড়ে ১০টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিভিন্ন অনুষদের ক্লাসরুম পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ, হৃদ্যতাপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্লাস অনুষ্ঠিত হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীদের তালিকায়

(১ম পৃষ্ঠার পর) ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তাছলিম উর রশিদ এবং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শেখ মো. মাহামুদুল ইসলাম। এছাড়া, এই তালিকায় থাকা বেশ কয়েকজন গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিশ্বের শীর্ষ বিজ্ঞানীদের তালিকায় স্থান পাওয়ায় শিক্ষকগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই স্বীকৃতি শুধুমাত্র শিক্ষকগণের অসাধারণ অর্জনকে তুলে ধরে না, বরং এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চার বিকাশ এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতিরও প্রতিফলন ঘটায়। এই অর্জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পলিথিন ও এসইউপি বর্জন

(১ম পৃষ্ঠার পর) আলোচনা সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রধান বন সংরক্ষক মো. আমীর হোসেইন চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবীব বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ ড. আব্দুল্লাহ্-আল-মামুন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে দেশের তাপমাত্রা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবছর দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। নোয়াখালী ও ফেনীতে ব্যতিক্রমী এক বন্যা সৃষ্টি হয়েছে। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ রোধ করা না গেলে ২০৫০ থেকে ২০৭৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি নির্বিচারে বন উজাড় বন্ধ এবং প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত আইনের সংস্কার করা হবে। তিনি বলেন, পলিথিন নিষিদ্ধ করে ২০০২ সালে আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো হয় নি। প্লাস্টিক ও পলিথিনের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বন্ধে এ আইনের কার্যকর প্রয়োগ ঘটানো হবে উল্লেখ করে তিনি এক্ষেত্রে গণসচেতনতা সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, পরিবেশ রক্ষায় সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়তে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের পরিবেশ ক্লাবের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রকৃতি চিত্রাঙ্কনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম আরও জোরদার করার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সমাজ উন্নয়নে শিক্ষার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বিদেশি গাছ বর্জন এবং দেশীয় গাছ রোপণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রকৃতি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার প্রাক্কালে অতিথিবৃন্দ প্রকৃতি চিত্রাঙ্কন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ক

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) পদ্ধতির আধুনিকায়ন, শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, গবেষণা বরাদ্দ বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত পরিকল্পনা ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচকবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন এবং এবিষয়ে মতবিনিময় সভা আয়োজন করায় শিক্ষকসমাজকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় সবার প্রতিষ্ঠান,এই প্রতিষ্ঠানকে জ্ঞান নির্ভর ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অংশীজনদের পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাবি সাংবাদিক সমিতির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির ৩৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন। পরে উপাচার্যের নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে এক র‍্যালি বের করা হয়।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, সমিতির সভাপতি আল সাদী ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন মাহীসহ সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং সাবেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং সমিতি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যরা নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতেও তাদের এই পেশাদারিত্ব অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সকলকে সাথে নিয়ে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সাথে বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এগিয়ে যাবে। এই অগ্রযাত্রায় সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা মানুষের জীবনে গণযোগাযোগের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, তরুণ সাংবাদিকদের কর্মচাঞ্চল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রশাসনকে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কাজ করতে সমিতির সদস্যরা সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ঢাবি উপাচার্য

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসাধীন শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং হাসপাতালে দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও চিকিৎসকগণ উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতাল পরিদর্শনকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আহত শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি আহত শিক্ষার্থীদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

মানসিক প্রশান্তি ও সমাজে শান্তি বজায় রাখতে পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি ও সমাজে শান্তি বজায় রাখতে পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই শিল্পের উন্নয়নে সকল অংশীজনকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্বোধনকালে উপাচার্য এসব কথা বলেন। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'পর্যটন শান্তির সোপান'।

দিবসটি উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান র‍্যালিতে নেতৃত্ব দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শরিফুল আলম খন্দকারসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ র‍্যালিতে অংশ নেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। এসময় পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠানসহ দেশের সকল স্তরে শান্তি বজায় রাখা জরুরি। শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় পর্যটন অনুষঘটক হিসেবে কাজ করে এবং এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়। শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে পর্যটন খাতের উন্নয়নে কাজ করার জন্য উপাচার্য ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

চীনা অধ্যাপক

চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. জিমিয়ান ইয়ং গত ১২ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময়সহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত দি সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ এর উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিকীকরণের বিষয়েও তারা আলোচনা করেন। বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদারের ক্ষেত্রে এই সেন্টারকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের উপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এরআগে, অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. জিমিয়ান ইয়ং China-Bangladesh Mutual Learning on Economic and Social Developments' শীর্ষক এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃঢ়তা, আত্মনির্ভরশীলতা ও খাপ খাওয়ানোর মানসিকতা ধারণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি চীনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

ইউএসএইড এবং আইএফইএস প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ

ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস) বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. টানিয়েল বেদিয়া টাইশি, ইউএসএইড-এর ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড গভর্ন্যান্স অফিসের পরিচালক মিজ এ্যালেনা জে তানসে এবং উপ-পরিচালক ব্লেয়ার কিং গত ১০ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নাছিমা খাতুন, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল ইসলামসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'ডেমোক্রেসি ল্যাব' প্রতিষ্ঠার বিষয়েও তারা আলোচনা করেন। এসময় শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএসএইড এবং আইএফইএস- এর মধ্যে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মানবাধিকার, সংকট ব্যবস্থাপনা, শান্তি ও সম্প্রীতি বিষয়ক আরও যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কর্মশালা ও সম্মেলন আয়োজনের বিষয়েও বৈঠকে ফলপ্রসূ আলোচনা করা হয়। তাঁরা যৌথ সহযোগিতামূলক কর্মসূচি গতিশীল করার জন্য ইউএসএইড এবং আইএফইএস প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের ব্যাপারে আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে প্রণোদনা দেয়ার লক্ষ্যে ইউএসএইড এবং আইএফইএস-এর কাছে আর্থিক সহযোগিতা কামনা করেন।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনের হুয়াওয়ে টেকনোলজিস লিমিটেড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর লিনজুয়ান মিয়াও-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৬ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা ছিলেন কোম্পানির দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলিক পরিচালক লিন হাই এবং অ্যাকাউন্ট ডিরেক্টর আর্থার ঝু কোয়ান।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে হুয়াওয়ে টেকনোলজিস লিমিটেড-এর কারিগরি সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউআইইউ ল্যাব, স্মার্ট ক্লাসরুম এবং স্মার্ট ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের হুয়াওয়ে ইউনিভার্সিটির মধ্যে ফিনটেক বিনিময় এবং যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

ইবিএফসিআই প্রতিনিধিদল

ইউরোপ-বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইবিএফসিআই)-এর সভাপতি ড. ওয়ালি তসার উদ্দিনের নেতৃত্বে ১৮-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হাসান আল শাফী এবং জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ্-আল-মামুন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা উদ্যোক্তা, ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিয়ার মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সম্পর্ক জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় অত্যাধুনিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ইবিএফসিআই-এর আর্থিক সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ তহবিল গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ব্যবসা ও বাণিজ্য বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে তারা আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুর বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এসব ক্ষেত্রে ইবিএফসিআই প্রতিনিধিদলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদারের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশের জন্য ইবিএফসিআই প্রতিনিধিদলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

জাপানের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইওয়ামা কিমিনরি গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাপানের স্থপতি মি. তাদাও আন্দো পরিচালিত একটি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে একটি 'শিশু গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এই গ্রন্থাগারে জাপান ও বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যিকদের পুস্তক ও শিল্পকর্ম স্থান পাবে। জাপানের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে এই 'শিশু গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সহযোগিতা কামনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জাপানের রাষ্ট্রদূতকে এ বিষয়ে সম্ভাব্য সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

রাষ্ট্রদূত মি. ইওয়ামা কিমিনরি বলেন, জাপানের আইসিটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে মেধাবী ও দক্ষ মানবসম্পদ নিতে আগ্রহী। এখাতে তিনি জাপানি ভাষায় পারদর্শী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীদের চাকুরির সুযোগ প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এসময় পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করায় জাপানের রাষ্ট্রদূতকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল

ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের গণমাধ্যম বিষয়ক উপদেষ্টা মি. স্টিভেন এফ. ইবেলি'র নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন দূতাবাসের কর্মকর্তা মি. স্কট হার্টম্যান, রায়হানা সুলতানা এবং জোনাথা গোমেজ।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমেরিকান কর্নার প্রতিষ্ঠা ও ফুলব্রাইট স্কলারশিপ প্রোগ্রাম জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নত কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রোগ্রাম, ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রাম এবং নেতৃত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রোগ্রাম আরও গতিশীল করার বিষয়ে তারা আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময় এবং আমেরিকান সেন্টার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান কার্যক্রম চালুর ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে নতুন একটি হল নির্মাণের জন্য মার্কিন প্রতিনিধি দলের কাছে আর্থিক সহায়তা ও সহযোগিতা চান।

চীনা রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক দল বিনিময়সহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এছাড়া, বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত দি সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ এর উন্নয়ন এবং চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের আরও সম্প্রসারণের বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সেমিনার, কর্মশালা, সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়।

উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উপাচার্য আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপক আসন সংকটে ভুগছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আবাসন সংকট নিরসনে তিনি চীনা রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতা কামনা করেন। চীনের রাষ্ট্রদূত এবিষয়ে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।

চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. জিমিয়ান ইয়ং গত ১২ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. টানিয়েল বেদিয়া টাইশি এবং ইউএসএইড-এর ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড গভর্ন্যান্স অফিসের পরিচালক মিজ এ্যালেনা জে তানসে গত ১০ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

চীনের হুয়াওয়ে টেকনোলজিস লিমিটেড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর লিনজুয়ান মিয়াও-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৬ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

ইউরোপ-বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইবিএফসিআই)-এর সভাপতি ড. ওয়ালি তসার উদ্দিনের নেতৃত্বে ১৮-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২ অক্টোবর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মি. ইওয়ামা কিমিনরি গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের গণমাধ্যম বিষয়ক উপদেষ্টা মি. স্টিভেন এফ. ইবেলি'র নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

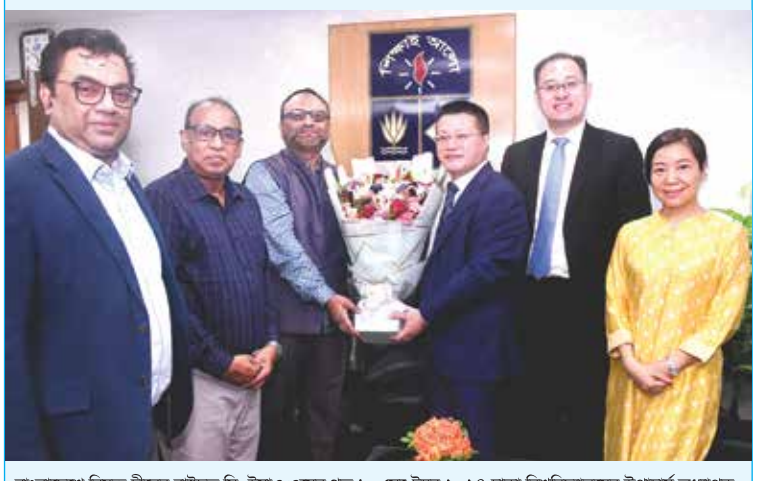
বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে নতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে 'অধ্যাপক ড. হোসনে আরা হায়দার কোরাইশী ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের দুই সাবেক শিক্ষার্থী হোসনে আরা বেগম এবং মো. আলী হায়দার কোরাইশী ১০ লাখ টাকার একটি চেক গত ১ অক্টোবর ২০২৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এসময় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মাহবুবা সুলতানাসহ দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৮ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতাদের ধন্যবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অ্যালামনাইদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক আরও জোরদারের ক্ষেত্রে এধরনের উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান নিয়ে দু'দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী

'২৪-এর গণঅভ্যুত্থান: ম্যাস আপরাইজিং' শীর্ষক দু'দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে উদ্বোধন করা হয়। সাম্প্রতিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন আলোকচিত্র নিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস) এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সন্ধ্যায় প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

এসময় ডিইউপিএস-এর মডারেটর অধ্যাপক হাসান আল শাফী, সভাপতি মো. আসিফ হাসান, সাধারণ সম্পাদক তামজিদ আহমেদ নিঝুম এবং সোসাইটির সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'নতুন বাংলাদেশে কেমন সংবিধান চাই' শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম 'শিক্ষার্থী ভাবনা'-এর উদ্যোগে 'নতুন বাংলাদেশে কেমন সংবিধান চাই' শীর্ষক এক সেমিনার গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

'শিক্ষার্থী ভাবনা'-এর আহ্বায়ক মো. সাব্বির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামরুল হাসান এবং জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুস্তাক ইব্‌নে আয়ূব উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন অনুষদে নতুন ডিন নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে নতুন ডিন নিয়োগ করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর প্রথম সংবিধির ১৭(২) ধারা অনুযায়ী তাদেরকে এই নিয়োগ প্রদান করেন।

নবনিযুক্ত ডিনগণ হলেন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান (কলা অনুষদ), রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম (বিজ্ঞান অনুষদ), আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক (আইন অনুষদ), ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ), মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আখতার হোসেন খান (জীববিজ্ঞান অনুষদ), ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা (ফার্মেসী অনুষদ), ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ (আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ), কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. উপমা কবির (ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ), মৃৎশিল্প বিভাগের অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ (চারুকলা অনুষদ), অধ্যাপক ডা. মো. মোস্তাক আহাম্মদ (চিকিৎসা অনুষদ), প্রকৌশলী মো. আককাছ আলী সেখ (শিক্ষা অনুষদ) এবং অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল আলম (স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গবেষণা অনুষদ)।

কারস্-এ পরিচালক নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস (কারস্)-এ বিশেষায়িত উপায়ে ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরিচালক নিয়োগের লক্ষ্যে আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদকে আহ্বায়ক করে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যগণ হলেন, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. জিন্নাতুন নেসা তাহমিদা বেগম এবং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আদনান কিবার। এই সার্চ কমিটি জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কারস্-এর পরিচালক নিয়োগের জন্য একজনের নাম সুপারিশ করবে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্চ কমিটির মাধ্যমে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রসমূহে বিশেষায়িত উপায়ে ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ৩জন স্বনামধন্য অধ্যাপকের সমন্বয়ে একটি সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের গবেষণা কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন, গবেষণার প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহী করে তোলা এবং এব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সার্চ কমিটি গঠনের মাধ্যমে অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্রেও পরিচালক নিয়োগ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে পরিচালক নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠন

সার্চ কমিটির মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রসমূহে বিশেষায়িত উপায়ে পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক নিয়োগের লক্ষ্যে লোকপ্রশাসন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যগণ হলেন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সর্দার আমিনুল ইসলাম এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী। এই সার্চ কমিটি জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক নিয়োগের জন্য একজনের নাম সুপারিশ করবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের গবেষণা কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন, গবেষণার প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহী করে তোলা এবং এব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সার্চ কমিটি গঠনের মাধ্যমে অন্যান্য গবেষণা কেন্দ্রেও পরিচালক নিয়োগ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিভিন্ন হলে নতুন প্রভোস্ট নিয়োগ

বিভিন্ন আবাসিক হলে নতুন প্রভোস্ট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার, ১৯৭৩-এর অন্তর্ভুক্ত ১ম স্ট্যাটিউটস-এর ১৮ (১) ধারা অনুযায়ী তাদেরকে এই নিয়োগ প্রদান করেন।

নবনিযুক্ত প্রভোস্টগণ হলেন, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ্-আল-মামুন (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল), মৃৎশিল্প বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক দেবাশীষ পাল (জগন্নাথ হল), ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. ফারুক শাহ্ (শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল), রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম (রোকেয়া হল), জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুল আহসান (হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা (শামসুন নাহার হল), মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নাজমুল হোসাইন (মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল), ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল), সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মাহবুবা সুলতানা (বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল), গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. ছালমা নাছরীন (কবি সুফিয়া কামাল হল), রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. স ম আলী রেজা (বিজয় একাত্তর হল), আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মাহফুজুল হক সুপণ (স্যার এ. এফ. রহমান হল), ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এম এ কাউসার (স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হল), ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইলিয়াস আল-মামুন (ফজলুল হক মুসলিম হল) এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. আলেয়া বেগম (বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল)।

মনোবিজ্ঞান বিভাগে নতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

মনোবিজ্ঞান বিভাগে 'অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলামের স্ত্রী ড. মুনমুন সালমা চৌধুরী ২৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন, বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ এবং দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর মনোবিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের ১৪ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। এছাড়া, অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম ২০১৫ সালে ইন্তেকাল করেন।

কবি জসীম উদ্‌দীন হল স্মারক বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান

পরীক্ষায় ভালো ফলাফল এবং ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখায় কবি জসীম উদ্‌দীন হল স্বর্ণপদক লাভ করেছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মো. মাজহারুল ইসলাম। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ হল মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই স্বর্ণপদক প্রদান করেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে হলের ৮জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি এবং ২১জন শিক্ষার্থীকে প্রভোস্ট উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহীন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ ও ট্রাস্ট ফান্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম অনুষ্ঠানে 'কবি জসীম উদ্‌দীনের দেশ-কাল-পাত্র' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ড. মুহাম্মদ সোয়েব-উর-রহমান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান স্বর্ণপদক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। তিনি শিক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করে বলেন, কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টফান্ড গঠনসহ বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে তাদের এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য উপাচার্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে হলের ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের মো. আব্দুর রহমান জীম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মুহাম্মদ ইশতিয়াক হোসাইন, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আশিক রাব্বানী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের জোবায়ের আহম্মেদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মো. নূর আলম, আরবী বিভাগের মাহমুদুর রহমান, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মো. আব্দুল হামিদ এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন।

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসমাজ-এর উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনায় আরও অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক উমামা ফাতেমা ও আবদুল কাদের। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. জোবাইদা নাসরীন, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ্-আল-মামুন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ খোরশেদ আলম এবং থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহমান মৈশান।

মতবিনিময়কালে বিশ্ববিদ্যালয়কে দক্ষ মানবসম্পদ ও সময়োপযোগী নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাকাঠামো পুনর্বিন্যাসে একটি প্রায়োগিক রূপরেখা সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধে 'নিপীড়ন-নির্যাতন-বৈষম্যবিরোধী সেল' গঠন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'কোড অব কনডাক্ট' তৈরি, ভর্তি পরীক্ষা শিক্ষার্থীবান্ধব ও আধুনিক করা, শিক্ষার্থীদের আবাসন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রম জোরদার, বৃত্তি, ঋণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ, শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি ও শিক্ষাদান

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (জনসংযোগ), প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো. আবু বকর সিদ্দিক, শুভাশীষ রঞ্জন সরকার ও মো. রায়হানুল ইসলাম (আবির), সম্পাদনা সহকারী: কমলেশ চন্দ্র মণ্ডল ও নুরুন্নাহার বেগম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শারমিন আক্তার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮